যুগান্তর

তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

বেপরোয়া ছাত্রলীগ

সংগঠনটির ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে

ছাত্রলীগের কোনো কোনো নেতাকর্মীর বেপরোয়া আচরণের বিষয়টি বারবার গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়। সংগঠনটির কিছু নেতাকর্মী যেভাবে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া না হলে এরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। সহযোগী সংগঠন হওয়ায় ছাত্রলীগের কোনো কর্মীর অপকর্মের দায় আওয়ামী লীগ এড়াতে পারে না। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মীর সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। অস্ত্র হাতে তাদের ছবি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। মঙ্গলবার চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, এর নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এটাই কাম্য। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ফুটপাত দখল, চাঁদাবাজিসহ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জের হিসেবে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

আগ্রাবাদের সংঘর্ষের বিষয়ে এলাকাবাসীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বুধবারের যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আগ্রাবাদ সিজিএস কলোনি ও এর আশপাশের এলাকার ফুটপাত দখল, সরকারি বিভিন্ন অফিসের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি করে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা। এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্ত্রবাজিও করে তারা। মঙ্গলবার আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও সরকারদলীয় সন্ত্রাসী হওয়ায় সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে তৎপর হয়নি পুলিশ। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের এমন নীরবতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। মঙ্গলবার দু'পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে কয়েকজন আহত হয়।

সম্প্রতি রাজধানীর গুলিস্তানে হকার উচ্ছেদের সময় ছাত্রলীগের দুই নেতার প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন ও গুলিবর্ষণের ঘটনাটি ব্যাপক সমালোচিত হওয়ার পর ছাত্রলীগ থেকে ওই দু'জনকে বহিষ্কার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের দ্রুত গ্রেফতারে সক্ষম হবে, দেশবাসী এটাই দেখতে চায়।

ছাত্রলীগের অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু দলের ভেতর থেকেই তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের বিষয়েও হাইকমান্ডকে কঠোর হতে হবে। তা না হলে এদের কারণে সরকারের অনেক বড় অর্জনও ম্লান হতে পারে। ছাত্রলীগ এ দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন। বর্তমানে তাদের কিছু নেতাকর্মীর কারণে এ সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বেপরোয়া নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে সংগঠনটির ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে।